5-10-51

এম.পি.
প্রোডাকসন্স
লিমিটেড

নিবেদিত

বাবলা

পরিচালনা
অগ্রদূত

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড নিবেদিত

বাবলা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অগ্রদূত

গীত রচনা : শৈলেন রায় :: :: সুর : রবীন চাটার্জ্জী

কাহিনী : সৌরীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জী

চিত্রশিল্পী : বিভূতি লাহা ও সুশান্ত মৈত্র

শব্দযন্ত্রী : যতীন দত্ত

সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক : তারক পাল

শিল্প-নির্দ্দেশ : সুধীর খান

রূপ-সজ্জা : বসির আমেদ

কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে, নিশীথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতে : উমাপতি শীল

চিত্রগ্রহণে : অমল দাস, বৈদ্যনাথ বসাক

শব্দধারণে : অনিল তালুকদার, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিৎ রায়, রমেন ঘোষ

দৃশ্যসজ্জায় : গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, অমল বেরা, প্রমোদ দে

আলোক নিয়ন্ত্রণে : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রঃ, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক, লালমোহন মুখোপাধ্যায়

রূপসজ্জায় : রমেশ দে

ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দৈনিক বসুমতী, রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স,
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ষ্টেশনারী ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ

ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশক : ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

"চরিত্র চিত্রণে"

বাবলা :

মাঃ নীরেন ভট্টাচার্য্য

তার মা শৈলবালা :

শোভা সেন

এবং

প্রভা দেবী

যমুনা সিংহ

নিভাননী দেবী

রেখা চ্যাটার্জ্জী

মীনা দেবী

★ ★

★

জহর গাঙ্গুলী

★ ★ পরেশ ব্যানার্জ্জী

★ শুভেন মুখার্জ্জী

সত্যব্রত চ্যাটার্জ্জী

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

পঞ্চানন ব্যানার্জ্জী

দেবেন ব্যানার্জ্জী

গৌরীশঙ্কর

ধীরাজ দাস, নিশীথ ব্যানার্জ্জী, পতিতপাবন, ব্রজেশ্বর, বিদ্যুৎ,
ধীরেন মুখার্জ্জী, সুরেন চৌধুরী, অমল চৌধুরী,
শচীন চ্যাটার্জ্জী, কাঞ্চন কুমার, মাঃ মানিক ঘোষ,
গোরা গুপ্ত, রবীন দত্ত, প্রদীপকুমার

দুর্য্যোগের রাত।

শৈলবালা বস্তির ক্লেদাক্ত গলিটার পানে চেয়ে বসেছিল। কতো স্মৃতিই না ভিড় করে আসছিলো তার মনে—ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মনে পড়ছিল পূর্ণর কথা, শৈলকে সুখী করার জন্যে তার আকুলতার কথা। বৃষ্টির একটানা ঝাপটার মধ্যে শৈলর কানে যেন গুঞ্জন করে ওঠে তার কণ্ঠস্বর—'শৈ, এ হাড়ভাঙ্গা খাটুনী—সে তা শুধু তোমাদের সুখে রাখবো বলে!' ৯০৲ মাইনের কম্পোজিটার পূর্ণ—সরল, নিরীহ গ্রামের ছেলে। জীবনের কাছে খুব বেশী তার আকাঙ্খা ছিল না। শুধু চেয়েছিল একখানি বাসা—যেখানে থাকবে কেবল সে, তার শৈল, আর তাদের ছোট্টো বাবলা...

সে দিনের কথা শৈলর মনে পড়ে। এমনি দুর্য্যোগের দিন। কতো আশায় বাবলাকে বুকে আঁকড়ে ধরে যেদিন সে কলকাতার পথে যাত্রা করেছিলো—পূর্ণর সেই বাসায় তার নবজীবনের গৃহপ্রবেশের স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু বিভীষিকাময় সে দুর্য্যোগে সব যেন ভেঙ্গে চুরে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল—কালো রাতের শেষে দেখলে এক অকরুণ ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু সে আর বাবলা—

আঁতকে ওঠে শৈল—আর যেন ভাবতে পারে না নিদারুণ সে স্বপ্নভঙ্গের কথা।

থক্...থক্....থক্...একটা উৎকট কাসির ধমক যেন তার গলা টিপে ধরে—এখুনি বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে। রক্তমেশা খানিকটা কফ ফেলে হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে লুটিয়ে পড়ে শৈল—'ওগো এইবার তুমি আমায় ডেকে নাও তোমার কাছে!'

—কিন্তু বাবলা! তাকে সে রেখে যাবে কার কাছে!

একটা জীবন ক্ষয়ে যাচ্ছে—পলে পলে, অথচ পরিপূর্ণতার কী সম্ভাবনা নিয়েই সে এসেছিল এই সংসারে!

চৌমাথার মোড়ে খবরের কাগজ বেচে একটি শিশু—চোখে তার বুদ্ধির দীপ্তি, ঠোঁটে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, মুখে তার কমনীয় লাবণ্য! ছেঁড়া হাফ সার্ট আর প্যাণ্ট পরণে—তবু সহজেই তাকে ধরা যায় ভুয়ো আত্মসম্মানে জর্জ্জরিত মধ্যবিত্ত সমাজের কক্ষচ্যুত বলে। স্পষ্ট তার কণ্ঠস্বর—'আমার মার খুব অসুখ, ওষুধ কেনবার পয়সা নেই—একখানা কাগজ নেবেন আমার কাছে!' তার ঠাকুমা তাকে বলে—'মেডেল পাওয়া ভালো ছেলে তুমি, তুমি কাগজ বেচবে কেন? তুমি কতো বড়ো বড়ো পাশ করবে, উকীল হবে, ডাক্তার হবে, ব্যারিষ্টার হবে!' ...সত্যিইতো বাবলা কাগজ বেচে কেন? বিরাট মহীরুহে পরিণত হবার সম্ভাবনা নিয়ে যার জন্ম হলো, মুকুলিত হবার কোনো সুযোগই সে পেলো না কেন? কিসের তার অভাব? বুদ্ধিতে, মেধায়, আপন বৈশিষ্ট্যে বাবলা চমকে দেয় তরুণ ব্যারিষ্টার প্রমোদকে—সঙ্কোচে কুঁকড়ে আসে তার দানের প্রসারিত হাত। ভাবী স্ত্রী বিভাকে সে তাই বলে—'ওরা আত্মসচেতন সর্ব্বহারা—বুঝতে পেরেছে যে দানে আর দয়ায় গরীবের দুঃখ কোনো দিনই ঘুচবে না!'

থক্...থক্...থক্...

বস্তির ঘরের নির্জ্জন, নিঃসঙ্গ কোণে শৈল ভাবে সময় বুঝি তার ঘনিয়ে এলো। চোখের সামনে ধীরে ধীরে নেমে আসে কালো পর্দ্দার যবনিকা—মৃত্যুদূত চুপে চুপে আসে এগিয়ে...হঠাৎ আঁতকে উঠে শৈল চিৎকার করে ডাকে—'বাবলা—বাবলা—আমার বাবলা কোথায় গেলো রে—'

বাবলা কাগজ বেচে চৌমাথার মোড়ে—ট্রাম-বাসের ভিড়ে। হঠাৎ গোলমাল ওঠে—গেলো, গেলো!—ভীষণ শব্দে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ে একটা ট্যাক্সি...সব কিছু বিস্মৃত হয়ে বাবলা ছোটে প্রমোদের সহানুভূতির ঋণ স্বীকার করতে...পেছনের কোনো কথাই তার মনে পড়ে না...

শৈলর দম বন্ধ হয়ে আসে, বলে—ওরে আমার যে আর সময় নেই বাবা...একবার কাছে আয় বাবলা...

বাবলাও ছোটে—আমি মার কাছে যাবো ! আমার মার অসুখ...

আকুল এদের এ আহ্বান কী কেউ শুনতে পাবে—না অনন্তের ব্যাপ্তিতে বিলীন হয়ে যাবে ক্লিষ্ট ক্লান্ত মানুষের এই নিষ্ফল আবেদন ! শৈল'র জীবনের ট্র্যাজেডির কী এইখানেই শেষ ! প্রতিদিন পলে পলে ক্ষয়ে যাচ্ছে শৈলর মতো কতো জীবনের সাধ আর স্বপ্ন...ধুলোয় লুটিয়ে পড়ছে বাবলার মতো কতো শিশুর ভবিষ্যৎ ! পঙ্গু বিকৃত সভ্যতার শাশ্বত বলি ! বাবলার কোমল কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় এ প্রশ্ন—আমরা বড়লোক না হয়ে গরীব হলাম কেন ?

হয়তো অনন্ত এ জিজ্ঞাসার উত্তর একদিন মিলবে...হয়তো কারো নিঃশঙ্ক কম্বু কণ্ঠে ধ্বনিত হবে সে আশার বাণী—

পরাজয়েও জয়ের নেশা
হে বীর তোমার ভাঙ্গবে না—
হৃদয় কভু হারবে না !

মেঘের বাঁধন শিশু রবি
মানবে না তো মানবে না—
হৃদয় কভু হারবে না ॥

সঙ্গীত

(১)

জীবন পারাবারের মাঝি আলো অন্ধকারে
প্রাণ রসদের খেয়ার তরি
এপার ওপার দিচ্ছে পাড়ি—
জনম মরণ দুই তীরে সে ভিড়ায় তরীটারে।

উদার হাতে দান ক'রে সে
উজাড় ক'রে নেবে—
এ কূলে তার দীপ জ্বলে ভাই
ও কূলে তাই নেভে!

সে যে, রাত্রি দিনের জোয়ার ভাঁটায়
সূর্য্য ডোবায়, তারা ফোটায়—
নিভিয়ে শশী জ্বলছে রবি
ঘুচিয়ে আঁধারে!

ওরে, হারিয়ে তোরা কাঁদবি কেন
হাসবি কেন পেয়ে—
সে যে, দুখের মিতা সুখের সাথী
রসিক আমার নেয়ে!

সে আছে ভাই পাখীর গানে
বুক বেঁধে সে তীরে—
জীবন দিয়ে জানতে হবে
মরণ-মরমীরে!

ও তার একতারাটার একতারে হায়
ফুল ফোটে হায় পাপড়ি ঝরায়—
ও সেই কান্না হাসির কাণ্ডারী সে
চিনতে হবে তারে॥

(২)

দুখের কাছে হার মেনে তোর
হৃদয় কভু হারবে না!
ভাগ্যদেবী দর্প ভরে
বক্ষ যদি দীর্ণ করে—
স্বপন দেখা আঁখি যে তোর
স্বপন দেখা ছাড়বে না।

ওরে, দুঃসাহসের আগুনে তোর বুক ভরা—
ভুলে গেছিস অমঙ্গলে ভয় করা!

ডুবলে তরী হায়রে মরি
সাগর পাড়ি থামবে না—
হৃদয় কভু হারবে না॥

পরাজয়েও জয়ের নেশা
হে বীর তোমার ভাঙ্গবে না—
মেঘের বাঁধন শিশু রবি
মানবে না তো মানবে না!

বারে বারে দুঃখ তোরে আঘাত দিয়ে
দুঃখ জয়ের নেশা শুধু যায় জাগিয়ে!
বজ্র হেনে ভয় দেখালেও
পরাণ তো ভয় জানবে না—
হৃদয় কভু হারবে না॥

(৩)

আয় ওরে আয় এ আলোর দেশে—
ওরে আশাহীন আয়!
জীবনের ভাঙ্গা ছন্দ এখানে
ফিরে ফিরে বাঁধা যায়—
আয়, আয়, ওরে আয়

কার চোখে জল — কার বুক ভাঙ্গা
(কার) বুকের রক্তে মাটী হল রাঙ্গা,
ধনীর স্বার্থ-বেদীতে কে ঢালো
জীবনের সুধা হায়—
আয়, আয়, ওরে আয়!

পথের দেবতা ডাকে আজ তোরে
এই পথে তোর দেশ—
পরম শান্তি মিলাবে যে তোরে
পৃথিবীর পরমেশ!

কে তুমি নিরাশ—কে গো ব্যথাতুর
কে শুনিতে চাও জীবনের সুর,
মমতার দেশ সমতার দেশ
মানুষেরে আজি চায়—
আয়, আয়, ওরে আয়!

এম·পি· প্রোডাকসন্স লিঃ র
আগামী আকর্ষণ!

সঞ্জীবনী
পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত
সুর : অনুপম ঘটক
ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী
পদ্মা : প্রীতিধারা : প্রভা
জহর : উত্তম

কার পাপে ?
পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ
তত্ত্বাবধান : অগ্রদূত

বসু পরিবার
? ?

প্রতাপাদিত্য
পরিচালনা : অগ্রদূত

এম, পি, প্রেডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
ন্যাশন্যাল লিটেরেচার প্রেস, (১০৬, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৭) হইতে মুদ্রিত।